দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও শনাক্ত আরও বাড়ল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪১ জন মারা গেছেন। এ পর্যন্ত দেশে ১২ হাজার ৬৬০ জনের জনের মৃত্যু হলো।

এই সময়ে নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৭৬৫ জন। এ নিয়ে শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ লাখ ২ হাজার ৩০৫ জনে।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ হাজার ২৫০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সময় শনাক্তের হার ৯.৬৭ শতাংশ।

এর আগে সোমবার করোনায় ৩৬ জনের মৃত্যু হয়। এদিন আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন ১ হাজার ৭১০ জন।

Shares

মেহেরপুরে ১৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৪ জন, গাংনীতে ৩ জন এবং মুজিবনগরে ৬ জন রয়েছেন। বাকি ৩ জন চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা এলাকার (মেহেরপুরে করোনা পরীক্ষা করায় তাদের রির্েপোট যোগ হয়েছে)।

সোমবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আজ ৬৮টি রিপোর্টের ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে এন্টিজেন টেষ্ট ১৬ টি, জীন এক্সপার্ট-১৫, আরটিপিসিআর-৩৭ টি এবং নতুন পজেটিভ-১৬ টি।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৬৯ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯ জন, গাংনীতে ২৮ জন এবং মুজিবনগরে ২৩ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ২৩ জন। সদর-১০, গাংনী-১০ এবং মুজিবনগর- ৩ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

দামুড়হুদায় করোনা ভাইরাস বিষয়ক উপজেলা কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আতঙ্ক, বাড়ছে মৃত্যুহার এলাকাগুলোত ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। স্বাস্থবিধি মানার বালাই নেই। এক সপ্তাহের ব্যবধানে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল। উপজেলার সীমান্তবর্তী মুন্সিপুর, কুতুবপুর, কুড়লগাছি, কার্পাসডাঙ্গা, ঝাঝাডাঙ্গা, নাস্তিপুর, বলদিয়াসহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে বেশি। তবে উপসর্গ দেখা দিলেও পরীক্ষা করাতে নারাজ তারা। বর্তমানে আক্রান্ত ৩৬ জন বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে ভারত থেকে আসা ১১ জনের মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলার সাতজন।

এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না বাড়ে সে বিষয়ে করণীয় নিয়ে উপজেলা কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কমার

সিংহ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন।

সভায় এসময় উপস্থিত অতিথিরা সীমান্ত দিয়ে চোরাই পথে যেন কেউ আসা- যাওয়া করতে না পারে সে বিষয়ে বিজিবি, পুলিশসহ ইউপি চেয়ারম্যানসহ সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানানো হয়। সেই সাথে যারা উপসর্গ নিয়ে ভুগছেন তাদের এলাকায় বা মহল্লা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানোসহ স্ব স্ব ইউপি চেয়ারম্যানকে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে সর্বক্ষণিক তদারকির আহ্বান জানানো হয়।
করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শতভাগ হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে হবে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি ও তার পরিবারকে খাদ্য, ঔষধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তার বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্হা করা হবে।

উপজেলা পরিষদ এবং স্বাস্হ্য বিভাগের সমন্বয়ে চিৎলা হাসপাতালে ৩৪ শয্যা বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে হোম কোয়ারেন্টাইন পালন না করেন তবে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন পালনে বাধ্য করা হবে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপির চেয়ারম্যন খলিলুর রহমান ভুট্টু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যন এস এম জাকারিয়া আলম, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়াম্যান শাহ এনামুল করিম ইনু, নতিপোতা ইউপির চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলি, দামুড়হুদা সদর ইউপির চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন ও হাউলি ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দীন ও বিভিন্ন ইউপির গ্রামপুলিশগণ।

দেশে করোনায় শনাক্ত ও মৃত্যু বাড়ল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৬ জন মারা গেছেন। এই সময়ে নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৭১০ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্তের হার ৯.৪১ শতাংশ। এ সময় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮ হাজার ১৭৮টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৬৭ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলো ৭ লাখ ৪০ হাজার ৩৭২ জন।

এর আগে রোববার করোনায় ৩৪ জনের মৃত্যু হয়। এদিন আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন ১ হাজার ৪৪৪ জন।

এ নিয়ে করোনাভাইরাসে দেশে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬১৯ জনে। মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ লাখ ৫৪০ জনে।

দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। গত কয়েক মাস ধরে করোনার নমুনা পরীক্ষা অনুযায়ী শনাক্তের হার ১০ দশমিক ১১ শতাংশের ওপরে থাকছে। আর শনাক্তের সংখ্যা দৈনিক হাজারের ওপরে।

বাংলাদেশিদের ইতালি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ল

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা থেকে ইতালিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

গতকাল রোববার ইতালি এ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ায় বলে বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

করোনার ভারতীয় ধরনের ব্যাপারে চলমান পূর্বসতর্কতার অংশ হিসেবে ইতালি এ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়াল।

করোনার ভারতীয় ধরন মোকাবিলায় গত এপ্রিলের শেষে এসে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইতালি। এটি কার্যকর ছিল গতকাল রোববার পর্যন্ত। এরপর এদিনই আবার এই

নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল দেশটি।

এই দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে তা এখন ২১ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ইতালির স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্তো স্পারাঞ্জার মুখপাত্র।

লকডাউন বাড়ল আরও এক সপ্তাহ

দেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় চলমান লকডাউন আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। তবে এই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপরিবহন চলাচল করবে।

আগামী ৬ জুন পর্যন্ত বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়িয়ে রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

করোনা মহামারিতে বিধিনিষেধ এক সপ্তাহ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়ার পর সরকার এ সিদ্ধান্ত নিল।

সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী আজ রোববার মধ্যরাতের পর শেষ হচ্ছে লকডাউন।

গত সপ্তাহে লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হয়। এর ফলে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও এক সপ্তাহ ধরে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে আন্তজেলাসহ সব ধরনের গণপরিবহন (বাস, ট্রেন ও লঞ্চ) চলছে।

হোটেল ও খাবারের দোকানে আসনসংখ্যার অর্ধেক সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়া যাচ্ছে।

আগে লকডাউনে একই জেলার মধ্যে গণপরিবহন চলতে পারত। এক জেলা থেকে আরেক জেলায় গণপরিবহন বন্ধ ছিল।

এছাড়া যাত্রীবাহী নৌযান ও ট্রেন আগের মতো বন্ধ ছিল। তবে ঈদের আগে লকডাউনের মধ্যে দোকান ও শপিংমল খুলে দেওয়া হয়। খোলা আছে ব্যাংকও।

দেশের প্রথম কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে গত বছরের ৮ মার্চে। চলতি বছরের মার্চের শেষ দিকে দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চলতি বছর প্রথমে ৫ এপ্রিল থেকে সাত দিনের জন্য গণপরিবহন চলাচলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছিল। পরে তা আরও দুদিন বাড়ানো হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ১৪ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ‘সর্বাত্মক লকডাউন’ দেওয়া হয়। পরে তা কয়েক দফা বাড়িয়ে আজ মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আজ লকডাউন বাড়ানোর ঘোষণা আসতে পারে।

দামুড়হুদায় করোনায় কাঠ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কার্পাসডাঙ্গায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আব্দুল মান্নান (৫০) নামে এক কাঠ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত আব্দুল মান্নান কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। গতকাল শনিবার সকাল আটটার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায় |

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ জানান, বুধবার (২৬ মে) কাঠ ব্যবসায়অ আব্দুল মান্নান করোনার উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গেলে বৃহস্পতবার (২৭মে) তার নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যবে পাঠানো হয়। শুক্রবার (২৮মে) তার রিপোর্ট পজেটিভ আসলে তাকে করোনা ওয়র্ডে ভর্তিকরা হয়।গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

তিনি আরো জানান আজ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৫জনের মুত্যু হলো।

মেহেরপুরে ১ দিনে সর্বোচ্চ ১৮ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে দিন দিন বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আসা ৪৩ টি ফলাফলের মধ্যে ১৮ জনের ফলাফল পজিটিভ এসেছে। এ পর্যন্ত জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে ৫৬ জন।

এর মধ্যে সদরে ৭ জন, গাংনীতে ৪ জন ও মুজিবনগরে ৪ জন ও চুয়াডাঙ্গায় ৩ জন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

নতুন পজেটিভ ১৮ টির মধ্যে জীন এক্সপার্ট টেষ্ট -৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় যার মধ্যে ৬ টি কোভিড পজেটিভ পাওয়া যায়। মেহেরপুর সদর উপজেলার ৭টি, গাংনী উপজেলার ৪ টি মুজিবনগর উপজেলার ৪ টি এবং দামুড়হুদা উপজেলার ৩ টি । (দামুড়হুদার গুলো মেহেরপুর থেকে নমুনা সংগ্রহ করায় মেহেরপুরে ধরা হয়েছে)।
সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান-মেহেরপুরে লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণেই দিনে দিনে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে, নিয়মিত সাবান -পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জনসমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

জীবননগরে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষায় আড়াই হাজার মানুষ

কবে নাগাদ কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন আসবে জানে না কেউ। ভ্যাকসিন পাওয়া না পাওয়া নিয়ে হতাশার মধ্যে দিন যাপন করছে জীবননগর উপজেলার আড়াই হাজার মানুষ।

ইতোমধ্যেই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ সফল ভাবে ৬ হাজার ৯০৮ জনকে দেওয়া হলেও দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৫৪৩জন। বাকি ২ হাজার ৩৬৫ জন মানুষ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে দিন যাপন করছে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেওয়া জীবননগর উপজেলার সন্তোসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমান বলেন, আমি মহামারি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের প্রথম ডোজের ভ্যাকসিন গ্রহন করেছি। দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম কিন্তু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বলেন দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন এখনও পর্যন্ত আসেনি। আসলে পারে মাইকিং করা হবে তখন আসবেন। তা হলে প্রথম ডোজের পর দ্বিতীয় ডোজ না দিলে কোন কাজ হবে কি তা জানি না।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, সরকারী ভাবে আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোভিড-১৯ প্রথম ডোজের যে ভ্যাকসিন দিয়েছিল তা আমরা সফল ভাবে শেষ করেছি এবং প্রথম ডোজ নেওয়ার পর আল্লাহর রহমতে কারও কোন সমস্যা হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় ডোজের যে ভ্যাকসিন আমাদের দিয়েছিল তাও শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র ২ হাজার ৩৬৫ জনকে দিলে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন সম্পন্ন হবে। আমরা চাহিদা দিয়েছি আশা করি খুব দুরত্ব আমরা কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন হাতে পাবো।

নাটোরে করোনা সংক্রমনের হার বৃদ্ধি, কঠোর অবস্থানে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন

নাটোরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে হঠাৎ করে করোনা সংক্রমনের হার১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয় ৩০ থেকে ৪৬.৬২ শতাংশে বেড়ে যাওয়ায় মাঠে নামে জেলা প্রশাসন সহ জেলা পুলিশ। শনিবার জেলা প্রশাসনের দুইটি মোবাইল টিম শহরের কানাইখালী,নিচাবাজার ও স্টেশন বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ব্যবসায়ী সহ বেশ কয়েক ব্যক্তিকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য করতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানসহ জেলা পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসচেতনতা বাড়াতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মাঠে নেমে আবারও মানুষের মাঝে মস্ক বিতরণ শুরু করছেন। একই দিন দুপুর ১২ টার দিকে শহরের কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ এলাকা সহ ট্রাফিক মোড় এলাকায় জেলা প্রশাসক মোঃ শাহরিয়াজ ও পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরন করেন।

এছাড়া নাটোর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রনি খাতুন এবং সহকারী কমিশনার শরীফ শাওন অভিযান চালিয়ে মাস্ক না থাকায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৪টি মামলায় ৯হাজার ৭’শ টাকা জরিমানা করেন।

জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ কাজী মিজানুর রহমান করোনা সংক্রমনের হার হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শুক্রবার নাটোরে সবার্ধিক ৪৬ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হন। এদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাটোরের আবুল কাশেম (৪৮) নামে একজন মারা যান। এনিয়ে শুক্রবার পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্ত ১৭২৩ জন। মৃত্যু ২৩ জন। সুস্থ্য হয়েছেন ১৪৭৩ জন। বর্তমানে নাটোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২৬ জন।জনসচেতনতা বাড়াতে মানুষকে মাস্ক পড়ার জন্য বলা হচ্ছে। আক্রান্তদের হোম কোয়ারেন্টাইনে সহ সকলকে ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। জনসচেতনতা বাড়াতে শহরে মাইকিং করা হচ্ছে।

পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা বলেন, সংক্রমন কমানোর জন্য মানুষকে সচেতন করতে যা যা করা প্রয়োজন তাই করা হবে।জেলা প্রশাসক মোঃ শাহরিয়াজ বলেন, যে হারে মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। মানুষকে ঘরে থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংক্রমিত এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া সহ পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরন করা হচ্ছে। সচেতনতা বাড়ানোসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। সংক্রমন না কমা পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।